সাইফুর রহমান, আসলেই, নো বডি ফর বাংলাদেশ !

-জাহেদ আহমদ
anondomela@yahoo.com

'বাংলাদেশে এমন মিনিস্টার হবে কবে?
বড় বুলির সাথে তাঁর কাজের মিল রবে!'

ছবিঃ প্রথম-আলো

একঃ
এক সময় অনেকের মত আমি ও বিএনপির অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান কে শ্রদ্ধা করতাম তাঁর সততা ও স্পষ্টবাদিতার জন্য। সাইফুর রহমানের একটি উক্তি অনেক জায়গায় রাজনৈতিক আলাপচারিতায় আমি আজ ও উদ্ধৃত করি। "Somebody for Awamileague, somebody for BNP; no body for Bangladesh!" বহুদিন আগে *বাংলাবাজার পত্রিকার* সাথে এক সাক্ষাতকারে সাইফুর রহমান স্বয়ং কথাটি বলেছিলেন। আজ ভাবছি , বাংলাদেশের নিরীহ ও শোষিত মানুষের মনের কথাটি এত চমৎকারভাবে বলার সময় সাইফুর কি জানতেন যে, একদিন তিনি নিজে ও ওই সব বর্ণচোরা, লোভী, শঠ ও কপট "somebody" দের একজন হয়ে যাবেন?

কালো টাকাকে সাদা করার সুযোগ দিয়েছেন, মাননীয় অর্থমন্ত্রী। যাঁরা সৎ উপায়ে টাকা কামাবে, তাঁদেরকে - যাঁরা অসৎ উপায়ে টাকা কামাবে , মানে কালো বাজারীদের তুলনায়- বেশী কর, বা ট্যাক্স দিতে হবে। কী নির্মম প্রহসন ! আর তাও সাইফুর রহমানের হাত ধরে! সৎ ব্যবসায়ীর সততাকে পুরস্কৃত করার বদলে রাষ্ট্র এ ভাবে তিরস্কৃত করলো কালো টাকার মালিকদের সম্মুখে। জনগণের সামনে নীতি, সততাকে এ ভাবে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ভয়ানক পাপের নজির স্থাপন করলেন, তার বোঝা কতকাল আমাদের বয়ে বেড়াতে হবে,

একমাত্র ঈশ্বরই তা জানতে পারেন। এর পর এ দেশের বাবা-মারা কোন বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাঁদের শিশুসন্তানদের সৎ , স্পষ্টবাদী ও দেশপ্রেমিক হওয়ার জন্য উপদেশ দিবেন?

প্রশ্ন আসে, কোন চাপের কাছে সাইফুর রহমান নতি স্বীকার করলেন? আমরা সঠিকভাবে এর উত্তর জানি না, শুধু আন্দাজ করতে পারি বাজেট পরবর্তী সাক্ষাতকারে সাংবাদিকদের দেয়া সাইফুর রহমানের ক্লুর ভিত্তিতে। কালো টাকা কে সাদা করার ব্যবস্থা করে তিনি যে অন্যায় কাজ করেছেন, সেটা তিনি নিজে ও স্বীকার করেছেন। আর ও বলেছেন, 'সহকর্মীদের চাপ ছিল না' তবে মন্ত্রীর 'চেয়ারে বসে' তিনি নিরূপায়। আবার ও প্রশ্ন আসে- সহকর্মীদের চাপ না থাকলে চাপটি কার ছিল? প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার? অনেকে বলতে পারেন- বেগম জিয়া ও সাইফুর রহমানের একজন সহকর্মী। আমরা তাহলে জানতে চাইব, বাংলাদেশে কে এমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যার, বা যাদের কাছে প্রধানমন্ত্রীসহ পুরো মন্ত্রীসভা জিম্মি? জনগণের নিশ্চয়ই তা জানার অধিকার আছে। আমরা ধরে নিচ্ছি, দেশের বাইরের কোন শক্তির কাছে মাথা নত করেননি সাইফুর রাহমান, যেহেতু নিকট অতীতে একাধিকবার তিনি বিদেশী শক্তি ও প্রতিষ্ঠানের খবরদারির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সাহসী মনতব্য করেছেন।

দুইঃ

মাঠে ঘাটে শোনা গুজবে আমি সাধারণত বিশ্বাস করি না। তাই বরাবরের মত উড়িয়ে দিয়েছি যখন অনেককে বলতে শুনেছি , *'মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়া তো ছেঁড়া গেঞ্জি আর স্যুটকেস ছাড়া তাঁর পরিবারের জন্য কিছুই রেখে যাননি। তাহলে জিয়া পরিবার আজ কি ভাবে এত গুলো জাহাজ (কোকো ১,২,..?), কাপড়ের ইন্ডাস্ট্রি, সব মিলিয়ে শত শত কোটি টাকার মালিক হল?'* আমি এর উত্তর জানি না। এ ও শুনেছি, জিয়া তনয় তারেক ব্যবসায়িক লেনদেনের নামে মালয়েশিয়াতে কয়েক শ' কোটি টাকা পাচার করেছেন। আবার ও বলছি , শোনা কথাকে আমি অতটা গুরুত্ব দেই না। তবে অবাক হয়েছি কয়েক মাস আগের একটি ছোট ঘটনায়।

অনলাইনে চ্যাটের সূত্র ধরে পরিচয় হল বিএনপির এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর ভাতিজির সাথে। মেয়েটির নাম বলা যাচ্ছে না বলে দুঃখিত। বয়সে সে আমার চেয়ে একটু ছোট। আলাপচারিতার এক পর্যায়ে আমি যখন ওর কাছে জানতে চাইলাম, *'তারেক জিয়া আর জয়ের মধ্যে কাকে তোমার কাছে বেশি সম্ভাবনাময় মনে হয়?'* আমাকে অবাক করে মেয়েটি জানাল, সে জয়কে অনেক বেশী স্মার্ট মনে করে যদি ও শেখ হাসিনা কে দু চোখে দেখতে পারে না। তারেক জিয়া সম্পর্কে ওর মনতব্যটি আমাকে বেশ ভাবনায় ফেলে দিল। *'ও (তারেক) ওর মায়ের মত হয়েছে। বাপের কিছুই পায়নি। তা ছাড়া মালয়েশিয়াতে দেশের কোটি কোটি টাকা পাচার করছে'।* জানি না, কথাটি মেয়েটির মুখ ফসকে বেরিয়ে এসেছিল, নাকি সে স্বপ্রণোদিত হয়ে বলেছিল।

সিলেট বাসীদের অনেকে সাইফুর রহমানকে বংগবীর মরহুম ওসমানীর সাথে তুলনা করেন তাঁর স্পষ্টবাদিতার জন্য। আমার মনে হয়, এখন থেকে সেটি করলে মরহুম বংগবীরের বিদেহী আত্নাকে অপমান করা হবে। ওসমানী আজীবন ছিলেন সৎ, নির্লোভ ও স্পষ্টবাদি। আর সাইফুর? শুরু ঠিকই করেছিলেন সিলেটের বীর সন্তানের মত যাত্রাটি, কিন্তু মনে হচ্ছে , শেষ পর্যন্ত সিলেটের কলংকতে গিয়ে তা ঠেকবে। জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়ার মত এত বড় পাপের কাজটি ওসমানীর মাটির সন্তান সাইফুরের মাধ্যমে ঘটাটি একেবারেই উচিৎ হয় নি। একজন সিলেট বাসী হিসেবে আমার আশা- সাইফুর রহমান অচিরেই তাঁর কালো টাকা সাদা বানানোর ঘোষণাটি প্রত্যাহার করবেন।

সবাইকে ধন্যবাদ।

লং আইল্যান্ড
জুন ১৪, ২০০৫